W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 225 /WBHRC/SMC/2017

Date: 20. 11.2017

The Commission has taken Suo Motu cognizance of the news item published by the Sunday Statesman dated 19.11.17 under the caption "TMC leader Anubrata Mondal at it again"; the Ananda Bazar Patrika dated 19.11.17 under the caption 'চোখ তুলে নেওয়ার হুমকি, কেষ্ট সেই বেলাগাম' and the Bartaman dated 19.11.17 under the caption 'এবার চোখ রাঙালে চোখ তুলে নেওয়ার নিদান অনুব্রতর'. Copies of news item are annexed hereto.

Ld. Registrar

The Superintendent of Police, Birbhum is directed to file a report by 2nd January, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Mallick lacks p
less. My son is a

TMC leader Anubrata Mondal at it again

Leader asks party supporters to gouge out opponents' eyes

STATESMAN NEWS SERVICE
BIRBHUM, 18 NOVEMBER

Barely two days after threatening to break the limbs of Opposition leaders and burn down farmers' huts, Trinamul Congress Birbhum district president Anubrata Mondal today again asked his party men to take the law in their own hands and gouge out the eyes of Opposition party activists if the latter "confront" them.

"If Opposition party workers look straight at your eyes you gouge them out We will fix them with artificial eyes of stone. We have no dearth of stone in the district," Mr Mondal said.

He then reminded his party supporters at a meeting how

the last panchayat polls were fought and the ruling party made a clean sweep.

"Don't be afraid. I am with you," he said.

On 15 November he had threatened a DSP rank officer in Bolpur and directed him to arrest the agitating farmers in Shibpur in three hours, or else he would break their limbs and set their houses on fire.

Trinamul secretary general Partha Chatterjee distanced the party from Mr Mondal's remarks, though he asked the media to find out whether there was any provocation for Mr Mondal before he made the "unacceptable" remarks.

The Opposition parties condemned Mr Mondal's remarks during the day.

BJP state president Dilip Ghosh said Mr Mondal's remarks betrayed his nervousness as the ruling party is riddled with factional feuds and a free for all is going on in it.

"If Mr Mondal believes that he can save his party by physically harming Opposition activists and leader, he is sadly mistaken," Mr Ghosh said.

Leader of the Opposition Abdul Mannan said Mr Mondal's words and actions were in keeping with the culture of his party which states that it does not support his pronouncements and yet does nothing to rein him in.

"Anubrata Mondal should have been arrested for his earlier utterances. I am not at all surprised by what Mondal said during the day. He has been emboldened by the fact that despite making threats in public, he is not behind the bars," Mr Mannan said.

CPI-M MP Md Selim said under chief minister Mamata Banerjee's dispensation a reign of terror has been let loose in the state and Mondal is just one of the faces of such a regime.

চোখ তুলে নেওয়ার হুমকি, কেষ্ট সেই বেলাগাম

নিজস্ব সংবাদদাতা

মহম্মদবাজার ও খড়্গপুর: কু-কথার স্রোত ফের ফিরে এল রাজ্য রাজনীতিতে।

তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের একের পর এক 'কুৎসিত' মন্তব্যে বুধবার থেকে সরগরম রাজ্য। শনিবার বীরভূমের মহম্মদবাজারে অনুব্রতর নয়া নিদান, বিরোধীদের চোখ তুলে নিতে হবে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতিতে কালীতলা মাঠের সভায় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ, "কী করে ভোট করাতে হয়, আপনারা জানেন। পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জিতবে। চোখ রাঙালে চোখ তুলে নেবেন, তাতে অসুবিধা নেই। পাথরের চোখ লাগিয়ে দেবেন। পাঁচামিতে অনেক পাথর আছে।" জেলা সভাপতির এ হেন মন্তব্য শুনেও তৃণমূল মহাসচিবের প্রতিক্রিয়া, "এ নিয়ে মন্তব্য করব না।"

দু'দিন আগেই বীরভূমের পুলিশ আধিকারিককে সময় বেঁধে দিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অনুব্রত। বীরভূমের শিবপুর মৌজায় শিল্পের জন্য অধিগৃহীত জমিতে শিল্প না হলে ফেরতের দাবি ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। সে ব্যাপারে প্রকাশ্যে বিরোধীদের হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেন অনুব্রত। তাঁর ওই বক্তব্যে 'অমার্জিত শব্দচয়ন' নিয়ে শুধু দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন পার্থবাবু।

অনুব্রত একের পর এক এ ভাবে বিতর্কিত মন্তব্য করা সত্ত্বেও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে অনুব্রতকে কখনই সতর্ক না করে কার্যত তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছেন। এ দিন অনুব্রতর বক্তব্যের পরে বিজেপি-র বীরভূম জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়ের মন্তব্য, "ওঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতেও রুচিতে বাধে।"

একই ভাবে তৃণমূলকে পাল্টা জবাব দিতে 'অশালীন' মন্তব্য করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবুও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করেই তাঁকে 'শাড়ি পরা হিটলার' বলে কটাক্ষ করলেন তিনি। এ দিন খড়্গপুরে দলীয় কর্মসূচির পরে দিলীপবাবুর বক্তব্য, "মানুষের ক্ষোভের সামনে পুলিশকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে যেন জরুরি অবস্থা চলছে। শাড়ি পরা হিটলারের রাজত্ব চলছে।"

এবার চোখ রাঙালে চোখ তুলে নেওয়ার নিদান অনুব্রতর

বিএনএ, সিউড়ি: এবার চোখ রাঙালে চোখ তুলে নেওয়ার নিদান দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। কয়েকদিন আগে তিনি পুলিশকে হুঁশিয়ারির পর রাজ্যজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। তা সত্ত্বেও শনিবার ফের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মহম্মদবাজারের এক জনসভায় দলের নিচুতলার কর্মীদের উদ্দেশে অনুব্রতবাবু বলেন, কেউ চোখ রাঙালে চোখ তুলে নেবেন, কোনও অসুবিধা নেই। পাথরের চোখ লাগিয়ে দেবেন, পাঁচামিতে অনেক পাথর আছে। অন্যদিকে, সভার মাঠ দেখিয়ে তিনি বলেন, আমি সিপিএম-কংগ্রেস ও বিজেপিকে একসঙ্গে চ্যালেঞ্জ করছি, তিনটে দল মিলে এই মাঠ ভরিয়ে দেখাক।

এদিন জনসভায় তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ভোট তো বুথ সভাপতিরা করবেন, আমি করব মোদির ভোট। বীরভূম লোকসভা আসনে ৯০ হাজারের কিছু বেশি ভোটে জিতেছিলাম। এবার দু'লক্ষ ভোটে জিতব। বোলপুর আসনে সাড়ে তিন লক্ষ ভোটে জিতব। ভারী বুটের লোকই আসুক, আর ছাপা জামা পরা লোকই আসুক।

পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে প্রায় প্রতিদিনই ব্লকে ব্লকে সভা করছেন অনুব্রতবাবু। পঞ্চায়েত ভোট সামনে রেখে সভা হলেও তিনি প্রতিটি সভায় নিজেকে পঞ্চায়েত ভোট থেকে আলাদা করতে সচেষ্ট। অনুব্রতবাবু নিয়ম করে সভায় বলছেন, আমি পঞ্চায়েত ভোট করতে আসিনি, সেই ভোট করবেন নিচুতলার কর্মীরা। তাঁরা ওষুধ জানেন। আমি লোকসভার ভোট করতে এসেছি। পঞ্চায়েত ভোটের জন্য আমার প্রয়োজন নেই। আসল ভোটে আমি কিন্তিমাত করতে চাই।

মহম্মদবাজার

মহম্মদবাজারে তৃণমূলের জনসভায় দলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। নিজস্ব চিত্র

শিবপুরে বিক্ষুব্ধ চাষিদের ধরতে পুলিসকে হুমকি দেওয়ার পর বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এমনকী, দলও সেভাবে পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুব্রতবাবুর বেপরোয়া ভাব এতটুকু কমেনি। এদিনও তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ করে বিরোধীদের চোখ তুলে নেওয়ার নিদান দেন। যদিও তার আগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও গল্প আউড়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেন। তাঁর মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই অবাক হয়ে যান। ঠিক তার পরই অনুব্রতবাবু গলা চড়াতে শুরু করেন। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় ভিতরে ভিতরে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বাড়ছে। সেই কারণেই তৃণমূলের জেলা সভাধিপতি বিরোধীদের আটকাতে মরিয়া হয়ে এক্কের পর এক হুমকি দিচ্ছেন।

এদিনের সভায় অনুব্রতবাবু ছাড়াও মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, দুই সহ সভাপতি অভিজিৎ সিংহ ও মলয় মুখোপাধ্যায় এবং বিধায়ক নীলাবতী সাহা উপস্থিত ছিলেন।